সুশীল মজুমদার

পরিচালিত

শ্রী·এম·প্রোডাকসন্সের নিবেদন

দানের মর্যাদা

থ্রি-এম্ প্রোডাকসন্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন—

দানের মর্য্যাদা

কাহিনী : **প্রভাবতী দেবী সরস্বতী**

চিত্রনাট্য : মনোজ ভট্টাচার্য্য
পরিবর্দ্ধন, সংলাপ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্র শিল্প : .... সুরেশ দাশ
শব্দযন্ত্র : .... পরিতোষ বসু
পটশিল্প : .... কবি দাশগুপ্ত
আলোক সম্পাত : বিমল দাশ
আবহ সঙ্গীত : .... সুর ও শ্রী
গীত রচনা : প্রণব রায়, চারু মুখোপাধ্যায়, অরুপ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা : হারু মজুমদার, শিশির বক্সী
শিল্প নির্দ্দেশনা : .... অনিল পাল
রূপসজ্জা : .... সুধীর দত্ত
পরিচয় লিখন দিগেন স্টুডিয়ো
সাজসজ্জা : .... সন্তোষ নাথ
মৃৎ শিল্প : ... গোবিন্দ ঘোষ
রবীন্দ্র সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়ক : দ্বিজেন চৌধুরী
স্থিরচিত্র ও প্রচার : .... ক্যাপ্‌স

পরিচালনা : **সুশীল মজুমদার**

সঙ্গীত : **গোপেন মল্লিক**

কণ্ঠ-সঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সুনন্দা মজুমদার, অপরেশ লাহিড়ী, সহ-সঙ্গীত : জানকী দত্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীরবীন চাটার্জ্জী "ফাইন ওয়াক" (কলিকাতা) শ্রীদেবী প্রসন্ন ঘোষ, জোড়াবাগান, রাজবাটী

সহকারিবৃন্দ

চিত্রশিল্প : দেবেন দে, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য, গৌর কর্মকার
আলোক সম্পাত : অজিত, অনিল, হরি সিং, অনন্ত, শীতল
শব্দযন্ত্রী : বিজন বসু, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা : রমেশ বোস, সৌরেন গুপ্ত
পরিচালনা : ননী মজুমদার, সুশীল বিশ্বাস, বি চন্দ্রা
রূপসজ্জা : সুরেশ, সন্তোষ,

ইষ্টার্ন টকীজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইষ্টার্ন সিনে ল্যাবরটীতে হাউসটোন মেসিনে পরিস্ফুটিত

পরিবেশক : **কিরণ পিকচার্স** (কলিকাতা)
ভারতী ফিল্মস (মফঃস্বল)

প্রসাদপুরের জমিদার অমরনাথ চৌধুরী এম, এ, পাশ করেও শহরের মোহ ত্যাগ করে গ্রামেই বসবাস করা স্থির করলেন। তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল জমিদার ছিলেন। তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার ওপর এবং ভারতীয় আদর্শ ও ভারতীয় কৃষ্টির ওপর, তাই তিনি তাঁর মাতৃহীন দুই কন্যাকে নিজের আদর্শমত গড়ে তুলেছিলেন। বড় মেয়ে উমা বাল-বিধবা এবং অত্যন্ত ধর্ম্মমতি, ছোট মেয়ে ঊষা ছিল আনন্দোজ্জ্বল এবং বয়সের তুলনায় চঞ্চল। অমরবাবুর বন্ধুপুত্র মনীশ বিলাত ফেরত এবং কলেজের অধ্যাপক। মনীশ ঊষার জন্যে একটি পাত্রের সন্ধান দিয়ে গেল। তাঁরই বন্ধু মৃন্ময়, সেও বিদেশ-প্রত্যাগত ডাক্তার। মৃন্ময়ের বাবা প্রসন্নবাবু অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ। প্রসন্নবাবুর ঐশ্বর্য্য ও চাকচিক্য থাকলেও অতিরিক্ত খরচার জন্যে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই মনীশ যখন ঊষার সম্বন্ধটি আনল এবং যখন তিনি বুঝলেন যে, ভবিষ্যতে ঊষার ছেলেরাই প্রসাদপুরের বিস্তীর্ণ জমিদারীর মালিক হবে, তিনি মৃন্ময়ের অমত থাকা সত্ত্বেও জোর করে ঊষার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। অমরনাথের বিধবা নিষ্ঠাবতী পিসি বগলা দেবীর বরাবরই এ বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু মনীশের বোন বানী আর উমার আগ্রহে শেষ পর্য্যন্ত রাজি হলেন।

শ্বশুরবাড়ীর বিলিতী-ভাবাপন্ন সমাজের সঙ্গে ঊষার প্রতি মুহূর্ত্তে সংঘাত লেগে রইল। কিছুতেই সে এই সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে পাচ্ছিল না। মৃন্ময় নিজের স্ত্রীকে তারই মনের মত গড়ে তুলতে দৃঢ়সংকল্প হয়ে একজন বিদেশী মহিলার বোর্ডিং এ ঊষাকে রেখে দিল এবং বিয়ের পর থেকে বেচারীকে প্রসাদপুরে একবারের জন্যেও পাঠান বন্ধ করে দিল। এদিকে ঊষা না আসাতে অমরনাথ, বগলা দেবী আর উমার দুঃখের আর অবধি রইলো না তবুও মেয়ে সুখী হোক—ওদের মনের মত তৈরী হোক এই ভেবে এঁরা বুক বেঁধে রইলেন।

কিছুদিন পর মনীশ সংবাদ নিয়ে এলো ঊষার খোকা হবে। উমা আর বগলা দেবী মনীশের সঙ্গে কলকাতা চলে এলেন ঊষাকে দেখবার জন্যে এবং ওঁদেরই সঙ্গে প্রসাদপুরে ওকে নিয়ে আসবার জন্য। অমরনাথ ওঁদের উৎসাহে

বাধা দিলেন না কিন্তু নিজেও গেলেন না। বগলা আর উমা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলো। উষার সঙ্গে দেখা ওদের হল বটে কিন্তু মৃন্ময় কিছুতেই উষাকে প্রসাদপুরে পাঠাতে রাজি হল না। উমার আর বগলার মুখে মৃন্ময়ের বাড়ীর সকল সংবাদে অমরনাথ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং তিনি সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করে উমাকে একমাত্র সেবায়েত করে দিলেন উইল করে এবং এ সংবাদ গোপনে রাখবার চেষ্টা কল্লেন।

উষার একটি ছেলে হল এবং আনন্দ উৎসবের সময় প্রসন্নবাবুর পাওনাদার লাহা মশাই অমরনাথের উইলের কথাটা প্রসন্নবাবুকে জানিয়ে গেল। আশাভঙ্গে প্রসন্নবাবু ক্ষেপে উঠলেন।

উমার তাগিদে অমরনাথ কলকাতায় এসে বহু খেলনা প্রভৃতি নিয়ে উষার ছেলেকে দেখতে গেলেন। প্রসন্নবাবু সমস্ত খেলনা লাথি মেরে ফেলে অমরনাথকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। সেই অপমানের ব্যথায় অমরনাথ হৃদযন্ত্রের ক্রীড়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন। উমার ইচ্ছা ছিল শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলে সমস্ত সম্পত্তি উষাদের দিয়ে দেবে। কিন্তু মৃন্ময় আর উষা মৃত অমরনাথের সম্বন্ধে কতকগুলো অপমানকর কথা বলাতে উমা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কাজেই সম্পত্তি সম্বন্ধে

কোন মীমাংশাই হল না।

প্রসন্নবাবু উষা ও মৃন্ময়কে দিয়ে উমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলেন। প্রসন্নবাবুর মেয়ে সতী এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করায় প্রসন্নবাবু মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সতী মনীশকে ভালবাসত, উমাকে শ্রদ্ধা করত, তাই সে গিয়েছিল মামলা বন্ধ করার জন্যে উষাকে বলতে ফল হল বিপরীত।

আদালতে মনীশকে আর উমাকে নিয়ে যখন কুৎসিত ইঙ্গিত করলো অপর পক্ষের উকিল সতী তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে মনীশের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী বলে পরিচয় দিল আর মনীশও মেনে নিল। মামলায় হার নিশ্চিত জেনে প্রসন্নবাবু আত্মহত্যা করে নিজের সম্মান রাখবার মনস্থির কল্লেন। উমা জানতে পেরেই প্রসন্নবাবুর সমস্ত দেনা শোধ করবার আদেশ দিল এবং পরে সমস্ত সম্পত্তি উষার ছেলের নামে লিখে দিয়ে বৃন্দাবন চলে গেল।

উমার এই স্বার্থত্যাগে প্রসন্ন বাবুর মনের গতি পরিবর্ত্তনলাভ করলো কি? দানের মর্য্যাদা রাখতে যে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন ছিল প্রসন্নবাবুদের তা হয়েছিল কি?

(১)

মুরলী বাজাও ঘনশ্যাম
হে চিরসুন্দর চক্রধারী
পাপ তাপ যত লহ সংহারী।
তব প্রেমানন্দে হে গোপী নন্দন
বন্দিত হোক আজি এই ধরাধাম।
অন্তরে তুমি ধ্যান জ্ঞান ভক্তি।
সুন্দর প্রেম দাও পরম শক্তি।
হে রাধারমন লয়ে তব শরণ,
শ্যাম শ্যাম নাম যপি অবিরাম।
মুরলী বাজাও ঘনশ্যাম।

(২)

কানামাছি ভোঁ ভোঁ যারে পাবি তারে ছোঁ
কুটিয়ে দে ফুল, দেখুক সয়ে ফুল বড়ই চালাক ও
কানা মাছি ভোঁ ভোঁ
বল দেখি এই যাঁড়, নয় তোর হবে হার
সকলেই খোসা খায়; শাঁস তার কেলা যায়
কি সেটা বল তো?

এক দুই তিন চার সময় দেব না আর
পারলি না বলতে,
—চালতে।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
বল্ দেখি এই বার নয় তোর হবে হার
ঘরের ভেতরে ঘর সেথা নাচে কনে বর
কি সে বল তো ?

এক দুই তিন চার.....সময় দেব না আর,

—মশারী

কানা মাছি ভোঁ ভোঁ.....
এই বার বলতো ধাঁধা ভারী শক্ত
বন থেকে বেরোলো টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে,

—লঙ্কা

ছোট ছোট গাছে, কৃষ্ণকালী নাছে

বেগুন--

এইবার বল দেখি বুঝি তবে কেরামতি
অলি অলি পাখীগুলি গলি গলি যায়
বেনের দোকানে গিয়ে ডিগবাজী খায়
সে যে ডিগবাজী খায়
এক দুই তিন চার—সময় দেবনা আর
পারলি না বলতে ভেঙ্গে দি তবে এই ধাঁধাটা

—টাকা

ঘুরে ঘুরে ধর চোর এই হবে কাজ তোর
কানা মাছি ভোঁ ভোঁ.....

(৩)

চাঁদ জাগা রাত্রি দুজনায় যাত্রী
মনে মনে চলো সেই স্বপ্নের অলকায়
আজ হৃদয় যেথায় শুধু হৃদয়ের সাথী পায়
ফাগুনের বাঁশীতে জোছনার হাসিতে
এ জীবন যেন আজ রূপকথা হয়ে যায়।

মনে মনে চলো সেই.....

প্রেমেরে বাঁধিব আজ মায়া ফুল রাখীতে
প্রদীপ উঠুক জ্বলে আঁখি হতে আঁখিতে
এই রাত উচ্ছল রংএ রসে টলমল,
বাসনার সুধা আজ ভরা যাক পেয়ালায়
মনে মনে চলো সেই.....

(৪)

কাঁদে শচীমাতা দু আঁখ মুদিয়া
কাঁদিছে সাথে নিমাই
বলে কোথা গেলে মোর নয়নের মনি
নয়নে ফিরিয়া পাই
বলে কোথায় যে গেল রে
নদীয়ার চাঁদ সেই কোথায় গেল রে
নদীয়ার চাঁদ সেই নয়নের মনি
কোথায় যে গেল রে
তারে আর কি দেখিতে পাব না

নদীয়ার আকাশ আঁধার করে
কোথায় সে উদয় হোল
তারে আর কি দেখিতে পাব না
মোর নয়নের মনি নয়নে আমার
আর কি ফিরে পাব না তারে আর কি ফিরে
পাবনা তারে ফিরে পাব না
নদীয়ার চাঁদ ফিরে পাব না
আমার আকাশে গোরাচাঁদ নাই
নদীয়ার চাঁদে ফিরে পাব না।

(৫)

আমার জীবন পাত্র উছলিয়া মাধুরী করেছো দান
তুমি জান নাই তুমি জান নাই তুমি জান নাই
তার মূল্যের পরিমান
রজনীগন্ধা অগোচরে যেমন রজনী স্বপ্নে ভরে
সৌরভে
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই, তুমি জান নাই
মরমে আমার ঢেলেছে তোমার গান
আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া
বিদায় নেবার সময় এবার হোল প্রসন্ন মুখ তোল
মুখ তোল
মধুর মরনে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে
যারে জানো নাই যারে জান নাই
তার গোপন ব্যথা নীরব রাত্রি হোক আজি
অবসান

রূপায়ণে

আরতি মজুমদার, সাবিত্রী, শুক্লা, ছায়া, রেখা, নমিতা, নিভাননী, শান্তা, ছবি বিশ্বাস, অসিত, মিহির, রবীন, কানু, ভানু, নৃপতি, বীরেন, তারা ভাদুড়ী, বীরেশ্বর সেন, ডাঃ হরেণ, জীবেন (অতিথি), জহর রায় (অতিথি), অমর মল্লিক, ননী মজুমদার, পান্নালাল, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতি

কিরণ পিকচার্স, ৫৩, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।